ইসালে সাওয়াবের বরকত সমূহ

18-April-2019

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ الله وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ الله
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الله وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ الله
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোওয়ায়ে শামীতে** বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ তায়ালার** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَوْلَى النَّاسِ بِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে আমার সবচেয়ে বেশি নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে সবচেয়ে বেশি আমার প্রতি দরূদ পাঠ করবে। (তিরমিযী, কিতাবুল বিতর, ২/২৭, হাদীস নং-৪৮৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। (মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং ৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✯ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✯ تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُوا الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✯ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইসালে সাওয়াবের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে "**সাওয়াব পৌঁছানো**", একে "**সাওয়াব প্রদান করা**"ও বলা হয়ে থাকে, কিন্তু বুযুর্গদের জন্য "**সাওয়াব প্রদান করা**" বলা উচিৎ নয়, "**সাওয়াব পেশ করা**" বলা বেশি আদবনীয়। আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং অন্যান্য নবী এমনকি অলীদেরও "**সাওয়াব প্রদান করা**" বেআদবী, প্রদান করা বড়দের পক্ষ থেকে ছোটদের জন্য হয়ে থাকে বরং উপহার দেয়া বা হাদীয়া দেয়া বলুন।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৬/৬০৯)

সাওয়াব পৌঁছানোর ৪টি পদ্ধতি

মালিকুল উলামা হযরত আল্লামা জাফরুদ্দীন বিহারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: ইসালে সাওয়াবের (সাওয়াব পৌঁছানোর) চারটি পদ্ধতি রয়েছে: (১) বিনা হিসেবে ক্ষামার দোয়া (২) রহমত লাভের দোয়া (৩) জানাযার নামায এবং (৪) করবের পাশে দাঁড়ানো ও দোয়া করা। **(দউরে সাহাবা মে ইসালে সাওয়াব কি মুখতালিফ সুরতেঁ, ৪৫ পৃষ্ঠা)**

কোরআনে করীম থেকে সাওয়াব পৌঁছানোর প্রমাণ

হে আশিকানে রাসূল! কোরআনে করীমে ইসালে সাওয়াবের পদ্ধতি অর্থাৎ মুমিনের জন্য বিনা হিসেবে ক্ষমার দোয়া করার প্রমাণ প্রকাশ্যভাবে বিদ্যমান, যেমনটি পারা ২৮, সূরা হাশর এর ১০ নং আয়াতে **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

وَالَّذِيْنَ جَآءُوْا مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ

(পারা ২৮, সুরা হাশর, ১০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যারা তাদের পরবর্তীতে এসে আরয করে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের মাফ করে দাও, আর আমাদের সেসব ভাইদের মাফ করে দাও যারা আমাদের পূর্বে বিদায় হয়ে গেছে।

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এখান থেকে দু'টি মাসআলা জানা গেলো, প্রথমটি হলো, শুধু নিজের জন্য দোয়া করো না, বড়দের জন্যও করো, এবং অপরটি হলো যে, বুযুর্গানে দ্বীন বিশেষ করে সাহাবায়ে কিরাম ও আহলে বাইতদের ওরশ, খতমে কোরআন, খাবার ফাতিহা ইত্যাদি এসব উচ্চতম বিষয় যে, এতে সেই বুযুর্গদের জন্য দোয়া রয়েছে।

(তাফসীরে নরুল ইরফান, ২৮/৮৭৩)

হে আশিকানে রাসূল! আসুন! আজকের এই সাপ্তাহিক সুন্নাত ভরা ইজতিমায় আমরা ইসালে সাওয়াব অর্থাৎ সাওয়াব পৌঁছানো সম্পর্কে ঈমানোদ্দীপক ঘটনাবলী এবং অন্যান্য বিষয়ে মাদানী ফুল শ্রবণ করবো।

ইসালে সাওয়াবের বরকত

প্রসিদ্ধ সূফী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বরকতময় খিদমতে উপস্থিত হয়ে এক মহিলা আরয করলো: "আমার যুবতী মেয়ে মারা গেছে, এমন কোন পদ্ধতি সম্পর্কে বলুন যে, আমি তাকে স্বপ্নে দেখতে পাব।" তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাকে একটি আমল বলে দিলেন। সে তার মরহুমা কন্যাটিকে এমন অবস্থায় দেখলো যে, তার শরীরে আলকাতরার পোষাক, গলায় শিকল আর পায়ে লোহার বেড়ি! সে হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে স্বপ্নের কথা বললো, শুনে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খুবই চিন্তিত হলেন, কিছুদিন পর হযরত সায়্যিদুনা

হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ একটি মেয়েকে স্বপ্নে দেখলেন, যে জান্নাতের মধ্যে ছিল এবং তার মাথায় মুকুট ছিলো। মেয়েটি বললো: "হে হাসান! আপনি কি আমাকে চিনতে পারেননি? আমি সেই মহিলাটির কন্যা, যিনি আপনাকে আমার অবস্থার কথা বলেছিলেন।" তিনি বললেন: "কোন কারণে তোমার অবস্থার এ পরিবর্তন, যা আমি দেখতে পাচ্ছি?" মরহুমা বললো: "কবরস্থানের পাশ দিয়ে এক ব্যক্তি যাচ্ছিলো এবং সে **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ প্রেরণ করলো, তার সেই দরূদ শরীফ পাঠের বরকতে **আল্লাহ তায়ালা** আমাদের পাচঁ শত পঞ্চাশ (৫৫০) কবরবাসী হতে আযাব উঠিয়ে নিয়েছেন।"

(মুকাশাফাতুল কুলুব, সপ্তম অধ্যায়, ২৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! দরূদ শরীফের ফযিলত সম্পর্কে যে ঘটনাটি আমরা শুনলাম, এতে ইসালে সাওয়াবের গুরুত্ব প্রকাশ পায় যে, একটি মেয়ে খুবই ভয়ঙ্করভাবে আযাবে লিপ্ত ছিলো, কিন্তু যখন **আল্লাহ তায়ালা**র এক বান্দা গমনকালে **হুযূরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তার প্রতি দরূদে পাকের পুষ্পস্তবক উৎসর্গ করেন এবং এর সাওয়াব কবরবাসীদের প্রেরণ করলেন, তখন না শুধু সেই মেয়েটি আযাব থেকে মুক্তি পেয়ে গেলো বরং অসংখ্য মৃতেরও আযাব থেকে মুক্তি নসীব হলো। একটু ভাবুন তো! আমাদের **রব তায়ালা** কিরূপ দয়ালূ যে, তিনি শুধুমাত্র একবার দরূদ শরীফের বরকতে অসংখ্য মৃতের বিপর্যয় লাগব করে দিলেন, তবে যে মুসলমান অধিকহারে দরূদে পাক পাঠ করে এবং নেকীর সাওয়াব মরহুম মুসলমানদেরকে প্রেরণ করায় অভ্যস্ত হবে তবে **আল্লাহ তায়ালা** ইসালে সাওয়াবকারী এবং যাকে সাওয়াব প্রেরণ করা হলো সবার উপর কিরূপ নেয়ামতের বর্ষণ করবেন। সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে, ইসালে সাওয়াবের বিষয়ে অলসতা করার পরিবর্তে বিভিন্ন সময়ে নিজ মরহুমদেরকে দরূদে পাক এবং নেকীর দ্বারা অর্জিত হওয়া সাওয়াব প্রেরণ করতে থাকা। তাদের জন্য বিনা হিসেবে ক্ষমার দোয়া করতে থাকা, কেননা এটি এমন এক জায়িয আমল, যার বরকতে মরহুম মুসলমানদের পাশাপাশি জীবিতদেরও উপকার অর্জিত হয়।

বাহারে শরীয়ত প্রণেতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: ইসালে সাওয়াব অর্থাৎ কোরআনে মজীদ বা দরূদ শরীফ বা কলেমা তায়্যিবা বা যেকোন নেক কাজের সাওয়ার অপরকে পৌঁছানো জায়িয। আর্থিক বা শারীরিক ইবাদত (আর্থিক ইবাদত হলো সদকা, দান-অনুদান আর শারীরিক ইবাদত হলো নামায, রোযা ইত্যাদি), ফরয ও নফল সবকিছুর সাওয়াব অপরকে পৌঁছানো যাবে, কেননা জীবিতদের ইসালে সাওয়াব দ্বারা মৃতরা উপকৃত হয়। (বাহারে শরীয়ত, ৩/৬৪২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়ায় থাকে, তবে তার আশে পাশে তার পিতামাতা, ভাইবোন, স্বামী স্ত্রী এবং বন্ধু বান্ধব ইত্যাদি বিদ্যমান থাকে যে, যারা তার সকল দুঃখ কষ্টে সঙ্গ দেয় এবং তার কষ্ট লাগব করার চেষ্টা করে থাকে, অসুস্থ হলে শশ্রুষাও করে, কিন্তু যখন এই মানুষই সংকীর্ণ ও অন্ধকার কবরে পৌঁছে তবে সেখানে না তার পিতামাত, না ভাইবোন, না পরিবার পরিজন এবং না বন্ধু বান্ধব তার সাথে থাকে বরং সে কবরে একাই থাকে। কবরে যাওয়ার পর তার উপর যা অতিবাহিত হয়, তার অবস্থা তো সে নিজেই ভাল জানে।

কবরের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَلْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ اَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ অর্থাৎ নিশ্চয় কবর জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্যে একটি বাগান বা জাহান্নামের গর্তসমূহের মধ্যে একটি গর্ত। (তিরমিযী, ৪/২০৮, হাদীস নং-২৪৬৮) এখন যে কবরে বিদ্যমান আমরা তার সম্পর্কে জানি না যে, কবর তার জন্য জান্নাতের বাগান হলো নাকি مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ জাহান্নামের গর্ত হলো। কিন্তু আমাদের একজন মুসলমানের প্রতি কল্যাণ কামনার চেতনা রেখে তার জন্য ইসালে সাওয়াবের অভ্যাস গড়া উচিৎ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হাদীসে মুবারাকা থেকে সাওয়াব পৌঁছানোর প্রমাণ

উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا থেকে বর্ণিত যে, **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আদেশ দিলেন: শিং ওয়ালা ভেড়া আনা হোক, যা কালোতে চলে, কালোতে বসে এবং কালোতে দেখে (অর্থাৎ পা কালো হবে এবং পেট কালো হবে আর চোখ কালো হবে) তা কোরবানীর জন্য উপস্থিত করা হলো, তখন **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আয়েশা! ছুরি নিয়ে এসো এবং তা পাথরে ধাঁর করো, অতঃপর **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ছুরি নিলেন এবং ছাগলটিকে মাটিতে শোয়াইয়ে জবেহ করে দিলেন। অতঃপর ইরশাদ করলেন: ইয়া **আল্লাহ**! তুমি একে **মুহাম্মদ** (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এবং তাঁর পরিবার ও উম্মতদের পক্ষ থেকে কবুল করুন। **(মুসলিম, কিতাবুল আদহি, হাদীস নং-১৯–(১৯৬৭), ৮৩৭ পৃষ্ঠা)**

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর ব্যাখ্যায় বলেন: অর্থাৎ কুরবানীর সাওয়াবে তাঁকেও অংশীদার বানিয়ে দিন। এতে জানা গেলো যে, নিজের ফরয ও ওয়াজিবের সাওয়াব অপরকেও প্রেরণ করা যায়, এতে কমবে না। এই হাদীস শরীফ দ্বারা খাবার সামনে রেখে ইসালে সাওয়াব করার শক্তিশালী দলীল রয়েছে যে, ছাগল সামনে ছিলো এবং **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাওয়াব নিজের পরিবার এবং উম্মতদের প্রেরণ করলেন। **(মিরাতুল মানাজিহ, ২/৩৬৮)**

হুযুর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদাতুনা খাদিজা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا কে অধিকহারে স্মরন করতেন এবং অনেক সময় ছাগল জবাই করে এর মাংস টুকরো করতেন এবং উম্মুল মুমিনিন হযরত খাদিজা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর সাথীদের ঘরে প্রেরণ করতেন। **(বুখারী, ২/৫৬৫, হাদীস নং-৩৮১৮)**

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: অধিকাংশ সময় **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত খাদিজা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর পক্ষ থেকে ছাগল কুরবানী করতেন এবং তাঁকে সাওয়াব প্রেরণ করার জন্য মাংস তাঁর বান্ধবীদের মাঝে বণ্টন করে দিতেন। এই হাদীস শরীফ থেকে কতিপয় মাসআলা জানা যায়: (১) মৃতের পক্ষ থেকে কুরবানী করা জায়িয। (২) মৃতকে দান ও সদকার সাওয়াব প্রেরণ করা সুন্নাত। (৩) মৃতের নামে খাবার তার প্রিয় বন্ধু

বান্ধবদের দেয়া উত্তম, এতে মৃতের দ্বিগুন আনন্দ অনুভূত হয়, একটি সাওয়াব পৌঁছার অপরটি তার বন্ধু বান্ধবদের সাহায্য করার। (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/২৯৬)

হে আশিকানে রাসূল! জানা গেলো যে, জীবিতরা মৃতদের বরং যারা এখনো জন্মই নেয়নি তাদের জন্যও ইসালে সাওয়াব করা শুধু জায়িয নয় বরং সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত। এটাও জানা গেলো! খাবার ইত্যাদি সামনে রেখে সাওয়াব পৌঁছানোও জায়িয আমল।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সাহাবায়ে কিরামের আমল

হে আশিকানে রাসূল! মনে রাখবেন! সাওয়াব পৌঁছানোর এই ধারাবাহিকতা শুধু **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয় বরং **তাঁর** সাহাবায়ে কিরামরাও عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان তাঁদের মরহুম মুসলমানদেরকে সাওয়াব পৌঁছানার বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। যেমনটি

হযরত আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন যে, সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সাত দিন পর্যন্ত মৃতের পক্ষ থেকে খাবার খাওয়াতেন।

(আল হাভী লিল ফাতোয়া, ২/২২৩)

হযরত সায়্যিদুনা সা'আদ বিন উবাদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর সম্মানিতা মাতার ইন্তিকাল হলে তিনি **প্রিয় নবী** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: ইয়া **রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার সম্মানিতা মাতা আমার অনুপস্থিতিতে ইন্তিকাল হয়ে গেছেন, যদি আমি তাঁর পক্ষ থেকে কিছু সদকা করি তবে কি তা তাঁর কোন উপকারে আসবে? ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ, আরয করা হলো: তবে আমি আপনাকে সাক্ষী বানিয়ে বলছি যে, আমার বাগান তাঁর পক্ষ থেকে সদকা করে দিলাম। (বুখারী, ২/২৪১, হাদীস নং-২৭৬২) অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: হযরত সাআদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ **রিসালতের** দরবারে আরয করলো: ইয়া **রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার সম্মানিতা মা ইন্তিকাল করেছে, (আমি সাওয়াব পৌঁছানোর জন্য কিছু সদকা করতে চাই (বাহারে শরীয়ত, ২/৫২১))তবে কোন সদকাটি তাঁর জন্য উত্তম হবে? ইরশাদ করলেন: পানি (কেননা সেখানের পানির অভাব ছিলো এবং এর অনেক প্রয়োজন

ছিলো (বাহারে শরীয়ত, ২/৫২২)) তখন তিনি একটি কুপ খনন করলেন এবং বললেন: هٰذِهٖ لِاُمِّ سَعْدٍ এই কুপ সা'আদ এর মায়ের (ইসালে সাওয়াবের) জন্য।

(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুয যাকাত, ২/১৮০, হাদীস নং-১৬৮১)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: (মৃতের) পক্ষ থেকে পানি দান করো, কেননা পানি দ্বারা দ্বীনি ও দুনিয়াবী উপকার অর্জিত হয়, বিশেষকরে সেই সকল গরম ও শুষ্ক এলাকায় যেখানে পানির সল্পতা রয়েছে, অনেকে পনির ফোয়ারা লাগায়, সাধারন মুসলমানেরা খতমে কোরআন ও ফাতিহা ইত্যাদিতে অন্যান্য জিনিষের সাথে পানিও রেখে দেয়, এই সবকিছুর উৎস হলো এই হাদীস শরীফ, কেননা এ থেকে জানতে পারলাম যে, পানির সদকা উত্তম। (মিরাতুল মানাজিহ, ৩/১০৪-১০৫)

শায়খে তারীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর লিখিত রিসালা **"ফাতিহা ও ইসালে সাওয়াবের পদ্ধতি"** এর ১৫ পৃষ্ঠায় বলেন: হযরত সায়্যিদুনা সা'আদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কর্তৃক **'এই কুপটি সা'আদের মায়ের জন্য'** উক্তিটির অর্থ হচ্ছে **'এই কুপটি সা'আদের মায়ের ইসালে সাওয়াবের জন্য'**। এটার মাধ্যমে বুঝা গেল যে, মুসলমানদের গরু বা ছাগল ইত্যাদিকে বুযুর্গদের নামের সাথে সম্বোধিত করাতে কোন বাঁধা নেই। যেমন; কেউ বলল: 'এটি সায়্যিদুনা গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ছাগল'। কেননা, এই কথা বলার মাধ্যমে বক্তার উদ্দেশ্যই হচ্ছে এই ছাগলটি সায়্যিদুনা গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইসালে সাওয়াবের জন্য। স্বয়ং কুরবানীর পশুকেও তো মানুষ একে অন্যের দিকে সম্বোধিত করে থাকে। যেমন; কেউ কুরবানীর পশু নিয়ে যাচ্ছে। এমন সময় কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল: ছাগলটি কার? তখন সে তো এভাবেই বলে: 'এই ছাগল আমার'। অথবা বলে 'আমার মামার'। এ ধরণের উক্তিকারীর বিরুদ্ধে যদি কোন আপত্তি না থাকে, তবে তো 'গাউছে পাকের ছাগল' বলাতেও কোন রূপ আপত্তি থাকার কথা নয়। প্রকৃত অর্থে প্রত্যেক কিছুর মূল মালিক একমাত্র **আল্লাহ তায়ালাই**। আর কুরবানীর ছাগল হোক কিংবা গাউছে পাকেরই হোক, জবাই করার সময় একমাত্র **আল্লাহ তায়ালার** নামই উচ্চারণ করা হয়ে থাকে। **আল্লাহ তায়ালা** আমাদের সকলকে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং **তাঁর** প্রাণ উৎসর্গকারী সাহাবায়ে কিরামদের আমল দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, মৃত মুসলমাদের ইসালে সাওয়াব করা, তাদের পক্ষ থেকে কুরবানী করা এবং খাবার ইত্যাদি খাওয়ানো একেবারে জায়িয বরং উত্তম এবং পবিত্র পদ্ধতি।

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: মৃত মুসলমানের নামে ভোজের আয়োজন করে ইসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে সদকা করা নিঃসন্দেহে জায়িয ও পছন্দনীয় এবং এতে ফাতিহা দ্বারা ইসালে সাওয়াব করা আরো পছন্দনীয় আমল আর দু'টি বিষয়কে একত্র করা অধিক কল্যাণময়। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৫৯৫) প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য উত্তম হলো যে, যাই নেক আমল করে, তার সাওয়াব পূর্বের ও পরের জীবিত ও মৃত মুসলমান বরং সকল মুমিন নর-নারীর জন্য সাওয়াব পৌঁছানো, সবার নিকট সাওয়াব পৌঁছবে এবং তাদের সকলের সমান প্রতিদান অর্জিত হবে। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৬১৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে আলা হযরত! আমাদের সমাজে এরূপ প্রচলন রয়েছে যে, আমরা জীবনের বিভিন্ন সময়ে একে অপরকে উপহার দিয়ে আমাদের বন্ধুত্ব বা আত্মিয়তার সম্পর্ককে আরো দৃঢ় করি, যখন আমাদের প্রেরিত উপহার যদিও তা অল্প দামেরই হোক না কেন, তা আমাদের আত্মিয় বা বন্ধু পর্যন্ত পৌঁছে যায় তবে তারা এটা দেখে খুশি হয়, অতঃপর তারাও আমাদেরকে প্রতিদান স্বরূপ উপহার প্রেরণ করে ভালবাসা ও ভক্তির প্রমাণ দেয়, কিন্তু যখন আমাদের আত্মিয় বা বন্ধু মৃত্যুবরণ করে তবে উপহারের আদান প্রদানও বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু যদিও আমরা চাই তবে ইসালে সাওয়াবের আদলে এর চেয়েও উত্তম উপহার প্রেরণ করে তাদের আনন্দের উপলক্ষ হতে পারি। জি হ্যাঁ! আমাদের ইসালে সাওয়াব মৃতদের জন্য উপহার হয়ে যায়, যা পেয়ে তারা অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করে।

মৃতদের জন্য জীবিতদের উপহার

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا বর্ণনা করেন যে, **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কবরে মৃতের অবস্থা ডুবন্ত মানুষের ন্যায় হয়, যে পিতা বা মা বা সন্তান বা কোন বন্ধুর দোয়ার জন্য গভীর উৎকণ্ঠতায় অপেক্ষমান থাকে অতঃপর যখন দোয়া তার নিকট পৌঁছে তখন তার নিকট এই দোয়া দুনিয়া ও এর সকল নেয়ামতের চেয়ে বেশি প্রিয় হয়। **আল্লাহ তায়ালা** জমিনে বসবাসকারীদের দোয়ায় কবরবাসীদেরকে পাহাড়সম সাওয়াব দান করেন এবং নিঃসন্দেহে মৃতদের জন্য উপহার হলো "বিনা হিসেবে ক্ষমার দোয়া" করা।

(শুয়াবুল ঈমান, ৭/১৬, হাদীস নং-৯২৯৫)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এই হাদীসে পাকের বাক্য **"মৃতরা কবরে ডুবন্ত ফরিয়াদীর ন্যায় হয়ে থাকে"** এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, সাধারণ মুসলমানেরা তো নিজেদের গুনাহের কারণে, বিশেষ নেককার মুসলমানেরা এই অনুশোচনার কারণে যে, আমি আরো বেশী নেকী কেন করলাম না, বিশেষ ভালবাসা পোষণকারীরা নিজের প্রিয়দের ছেড়ে যাওয়ার কারণে এমন হয়। তাজা মৃতরা বরযখে এমন হয়, যেমন নতুন কনে শাশুড়বাড়ীতে, কেননা যদিওবা সেখানে সকল প্রকার আরাম আয়েশ থাকে তারপরও মন বাবার বাড়ীর প্রতিই লেগে থাকে, যখন কোন সংবাদ বা কোন ব্যক্তি বাবার বাড়ী থেকে আসে তখন তার আনন্দের সীমা থাকে না, অতঃপর ধীরে ধীরে মন বসে যায়। প্রকাশ থাকে যে, এখানে মৃত দ্বারা তাজা মৃতই উদ্দেশ্য, কেননা তারা জীবিতদের উপহারের অপেক্ষায় থাকে, এইজন্যই নতুন মৃতের জন্য দ্রুত নিয়াজ, কুলকানি, দশম দিবস, চেহলাম ইত্যাদী দ্বারা স্মরণ করা হয়। জীবিতদের উচিৎ যে, মৃতদেরকে নিজেদের দোয়ায় স্মরণ রাখা, যেন কাল তাকে অন্য মুসলমানরা স্মরণ করে। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৩/৩৭৩-৩৭৪)**

হে আশিকানে রাসূল! জীবত মানুষের পৌঁছানো সাওয়াব মৃত মুসলমানদের উপহারের আকৃতিতে উপস্থাপন করা হয়। আসুন! এ প্রসঙ্গে একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি।

রেশমী রুমাল দ্বারা আবৃত উপহার

হযরত সায়্যিদুনা বশ্শার বিন গালিব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত সায়্যিদাতুনা রাবেয়া বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا এর জন্য অনেক দোয়া করতাম, এক রাতে আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি বলছিলেন: হে বাশশার! তোমার উপহার আমাকে নূরের থালায় রেশমী রুমাল দ্বারা আবৃত করে পৌঁছানো হয়, যখন জীবিত লোকেরা মৃতদের জন্য দোয়া করে, তখন তাদের সাথে এরূপই হয়, তা গ্রহন করে নূরের থালায় রাখা হয় অতঃপর রেশমী রুমাল দ্বারা আবৃত করে মৃতের নিকট উপস্থাপন করা হয় যার জন্য দোয়া করা হয়েছে এবং বলা হয়: অমুক তোমার নিকট এই উপহার প্রেরণ করেছে। (আত তাযকিরা, ৮৬ পৃষ্ঠা)

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! **আল্লাহ তায়ালা** কিরূপ দয়াময় যে, দুনিয়ায় তো নিজের বান্দাদের উপর দয়া ও অনুগ্রহের বর্ষন করে থাকেন কিন্তু যখন কোন মুসলমান মৃত্যুবরণ করে তবে জীবিতদের দোয়া ও ইসালে সাওয়াবের বরকতে মৃতদেরকে প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তির দৌলত দান করেন, এটাও জানতে পারলাম যে, ইসালে সাওয়াবকারীর প্রতি **রাসূলে খোদা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও অনেক আনন্দিত হয় এবং সুসংবাদ দ্বারা ধন্য করেন। মনে রাখবেন! কোন মৃত মুসলমানের জন্য ইসালে সাওয়াব করা প্রকাশ্যভাবে তো নগন্য একটি কাজ, তবে এর বরকত অনেক বেশী, কিন্তু আফসোস! আজকাল আমরা দুনিয়াবী কাজে এতোই ব্যস্ত হয়ে গেছি যে, আমাদের নিকট নিজ মরহুমদের জন্য ইসালে সাওয়াব করা বা কবরে গিয়ে ফাতিহা খানি করারও সময় নেই, কতই আফসোসের বিষয় যে, আমরা দুনিয়াবী কাজ তো সহজেই করে নিই, কিন্তু যে কাজে স্বয়ং আমাদের এবং আমাদের মরহুমদের অসংখ্য উপকার রয়েছে, এটিই আমরা কঠিন মনে করি অথবা গুরুত্বই দিই না, ধরে নেয়া যাক, কারো নিকট সময় আছে, তবে তার ইসালে সাওয়াব করার উপায় জানা নেই, অতঃপর এই কাজের জন্যও ইমাম সাহেব, মুযাজ্জিন সাহেব বা ধর্মীয় ব্যক্তি খোঁজা হয়।

আল্লাহ তায়ালা শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কে নিরাপদ রাখুন যে, যিনি আমাদের মতো মানুষদের নির্দেশনা দিতে বিভিন্ন বিষয়ের

উপর কিতাব ও রিসালা রচনা করে দিয়েছেন, যেন আমরা তা পাঠ করার মাধ্যমে নিজের দ্বীনি ও দুনিয়াবী কার্যক্রমকে উত্তম রূপে আদায় করতে পারি।

“ফাতিহা ও ইসালে সাওয়াবের পদ্ধতি” রিসালার পরিচিতি

যদি কেউ ফতিহা ও ইসালে সাওয়াবের পদ্ধতি না জানে তবে চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই, মাকতাবাতুল মদীনা থেকে শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর **“ফাতিহা ও ইসালে সাওয়াবের পদ্ধতি”** রিসালাটি সংগ্রহ করে পাঠ করে নিন। যাতে অনেক কিছু জানার পাশাপাশি ইসালে সাওয়াবের পদ্ধতিও জানতে পারবেন। এই রিসালাটি নিজেও পড়ুন এবং অপরকেও পড়ার উৎসাহ দিন বিশেষকরে ইসালে সাওয়াবের অনুষ্ঠানগুলোতে (যেমন, কুলকানি, দশম দিবস, চেহলাম, বাৎসরিক ফাতিহা ইত্যাদি) মরহুমের ইসালে সাওয়াবের জন্য এই রিসালাটি বন্টন করুন, এই রিসালাটি দা’ওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও এই কিতাবটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও উচিৎ যে, নিজের আখিরাতকে উত্তম বানানোর জন্য গুনাহ থেকে বাঁচতে থাকা, অধিকহারে নেকী অর্জন করা এবং নিজ সন্তানদেরও নেকীর প্রতি উৎসাহিত করা, তাদেরও নেককার নামাযী বানানো, কেননা সন্তানকে নেক বানানো, তাদের ইলমে দ্বীনের অলঙ্কারে সাজানো এবং তাদের শরীয়াত অনুযায়ী মাদানী প্রশিক্ষণ করাতে পিতামাতার যেমন অনেক দ্বীনি ও দুনিয়াবী উপকারীতা ও প্রতিদান অর্জিত হয় তেমনি একটি উপকার এটাও অর্জিত হয় যে, যখন পিতামাতা এই দুনিয়া থেকে বিধায় নেয় তখন এই নেককার সন্তানেরা তাদের উপকারের কথা ভূলে যায় না বরং নিজের শত ব্যস্ততার মাঝেও তাদের ইসালে সাওয়াবের জন্য কোরআনের তিলাওয়াত করা, গরীব ও মিসকিনদের খাওয়ানো, মসজিদ ও মাদরাসা বানানো এবং বিনা হিসেবে ক্ষমার দোয়া করাকে সৌভাগ্য মনে করে, যা কবরে তাদের পিতামাতার প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তির উপায় হয়।

প্রতিদিন এক খতম কোরআনে পাকের সাওয়াব

বর্ণিত আছে যে, একবার কোন এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখলো যে, কবরস্থানের সকল মৃত নিজ নিজ কবর থেকে বাহিরে বের হয়ে দ্রুত জমিন থেকে কোন বস্তু খুঁড়িয়ে নিচ্ছিলো, কিন্তু সেই মৃতদের মধ্যে একজন চুপচাপ বসে ছিলো, সে কিছু কুঁড়াচ্ছিলো না। সে ব্যক্তি এই মৃতকে জিজ্ঞাসা করলো যে, এই লোকেরা কি কুঁড়াচ্ছে? সে উত্তর দিলো: জীবিতরা যা সদকা, দোয়া, কোরআন তিলাওয়াতের সাওয়াব কবরস্থানবাসীদের প্রেরণ করেছে, এই লোকেরা তার বরকত খুঁড়াচ্ছে। সে লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করলো: তুমি কুঁড়াচ্ছোনা কেন? সেই মৃত ব্যক্তি উত্তর দিলো: আমি এই কারণেই কুঁড়াচ্ছি না যে, আমার এক সন্তান কোরআনের হাফিয, যে অমুক বাজারে মিঠাই বিক্রি করে, সে প্রতিদিন এক খতম কোরআনে পাক পড়ে আমাকে দান করে (অর্থাৎ ইসালে সাওয়াব করে)। এই ব্যক্তি সকালে উঠে সেই বাজারে গেলো, দেখলো যে এক যুবক মিঠাই বিক্রি করছিলো এবং তার ঠোঁট নড়ছিলো, সে যুবককে জিজ্ঞাসা করলো তুমি কি পাঠ করছো? সে উত্তর দিলো যে, আমি প্রতিদিন এক খতম কোরআন পাঠ করে আমার পিতামাতাকে ইসাল করি, সেই তিলাওয়াত করছি। কিছুদিন পর সে আবারো স্বপ্ন সেই কবরস্থানের মৃতদের কিছু কুঁড়াতে দেখলো, এবার সেই ব্যক্তিও কুঁড়াতে ব্যস্ত ছিলো, যার সন্তান তাকে কোরআনে পাক পড়ে ইছাল করতো, তা দেখে সে খুবই আশ্চার্য হলো, এমনি সময় তার চোখ খুলে গেলো। সকালে উঠে সেই বাজারে গেলো এবং অনুসন্ধান করে জানতে পারলো যে, মিঠাই বিক্রেতা সেই যুবকেরও ইন্তিকাল হয়ে গেছে।

(রওযুর রায়াহীন, ১৭৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা যে, নেককার সন্তান পিতামাতার জন্য কিরূপ উপকারী হয়ে থাকে যে, যারা রুজি রোজগারে ব্যস্ত থাকার পরও কোরআনে করীমের তিলাওয়াত করে পিতামাতাকে ইসাল করতে ভুলে না। আজকাল অধিকাংশ লোকেরাই নিজ সন্তানদের সম্পর্কে এই অভিযোগ করতে দেখা যায় যে, আমরা আমাদের আরাম বিনষ্ট করে, পানির ন্যায় টাকা খরচ করে তাদের পড়া লেখা শিখিয়েছি, কিন্তু আমাদের সন্তান আমাদের সালাম করা তো দূর সোজা ভাষায় কথাও বলে না, আমাদের জীবিতকালে এই অবস্থা তবে মরণের পর কেই

আমাদের জন্য ফাতিহা ও ইসালে সাওয়াব করবে। মনে রাখবেন! সন্তানদের এই অবস্থার জন্য সাধারণত পিতামাতাই দায়ী থাকে, যদি পিতামাতা দুনিয়াবী শিক্ষা দিতে এবং বিভিন্ন নৈপূন্য শেখানোর পাশাপাশি নিজের সন্তানদের হাফিযে কোরআন, আলিমে দ্বীন এবং সুন্নাতের অনুসারী বানাতো তবে তার উত্তম প্রতিদান শুধু দুনিয়াতেই নয় বরং মৃত্যুর পরও প্রত্যক্ষ করবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি হলো "সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের এবং নিজের সন্তানকে নেককার ও সুন্নাতের অনুসারী বানাতে এবং তাদেরকে নিজের জন্য সদকায়ে জারিয়া বানানোর পদ্ধতি জানতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং ১২ মাদানী কাজে আমলীভাবে অংশগ্রহন করুন। ১২ মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ হলো"**মাদানী মুযাকারা**"।

✯ اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **"মাদানী মুযাকারা"** দেখতে ও শুনতে থাকার বরকতে শরীয়তের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করার মানসিকতা নসীব হয়। ✯ **মাদানী মুযাকারা**র বরকতে আশিকানে রাসূলের সহচর্য অর্জিত হয়। ✯ **মাদানী মুযাকারা**র বরকতে আমলের প্রেরণা বৃদ্ধি পায়। ✯ **মাদানী মুযাকারা**র বরকতে গুনাহের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়। ✯ **মাদানী মুযাকারা**র বরকতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে স্থায়ীত্ব নসীব হয়। ✯ **মাদানী মুযাকারা**র বরকতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **"দা'ওয়াতে ইসলামী"**র সাম্প্রতিক তথ্য (Updates) জানা যায়। ✯ **মাদানী মুযাকারা** ইলমে দ্বীনে উন্নতির উপায়। ✯ **মাদানী মুযাকারা** হচ্ছে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর জীবনের হাজারো বরং অসংখ্য অভিজ্ঞতা থেকে মাদানী প্রশিক্ষণ অর্জনের উত্তম উপায়। ✯ **মাদানী মুযাকারা**য় দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি চারিত্রিক প্রশিক্ষণও হয়ে থাকে। ✯ **মাদানী মুযাকারা**র বরকতে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর নিকট করা বিভিন্ন প্রশ্নের চিত্তাকর্ষক উত্তরের আদলে ইলমে দ্বীন অর্জিত হয় এবং ইলমে দ্বীনের ফযীলত সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন:

এক হাজার রাকাত নফল নামায থেকে উত্তম

হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: **নবীয়ে করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করেন: হে আবু যর (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ)! তোমার এই অবস্থায় ভোর হওয়া যে, তুমি **আল্লাহ তায়ালার** কিতাব থেকে একটি আয়াত শিখেছো, তবে তা তোমার জন্য একশত (১০০) রাকাত নফল নামায পড়া থেকে উত্তম এবং তোমার এই অবস্থায় ভোর হওয়া যে, তুমি ইলমের একটি অধ্যায় শিখেছো, যার উপর আমল করা হোক বা না হোক, তবে তা তোমার জন্য এক হাজার (১০০০) রাকাত নফল নামায পড়া থেকে উত্তম।

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুস সুন্নাহ, ১/১৪২, হাদীস নং-২১৯)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ অসংখ্য ইসলামী ভাই মাদানী মুযাকারার বরকতে নিজের গুনাহে ভরা জীবন থেকে তাওবা করে নিয়েছে। আসুন! নিয়্যত করি যে, আমরাও প্রতি সপ্তাহে **"মাদানী মুযাকারা"** দেখাকে নিশ্চিত করবো এবং অপর ইসলামী ভাইকেও মাদানী মুযাকারা দেখার দাওয়াত দিতে থাকবো اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ। সাপ্তাহিক **মাদানী মুযাকারা** ছাড়াও বিভিন্ন সময়েও মাদানী মুযুকারা হয়ে থাকে, যেমন; মুহাররামুল হারামের ১০ দিন **মাদানী মুযাকারা**, রবিউল আউয়ালের ১২ দিন **মাদানী মুযাকারা**, রবিউল আখিরের ১১ দিন **মাদানী মুযাকারা**, রমযান মাসে প্রতিদিন ২টি **মাদানী মুযাকারা**, যিলহজ্ব মাসের ১০ দিন **মাদানী মুযাকারা** ইত্যাদি।

১২টি মাদানী কাজের মধ্যে সাপ্তাহিক এই মাদানী কাজ **"মাদানী মুযাকারা"** সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার রিসালা **"সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা"** অধ্যয়ন করুন, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সকল যিম্মাদার, বিশেষকরে সাপ্তাহিক **মাদানী মুযাকারা** মজলিশের নিগরান ও সদস্যবৃন্দরা তো এই রিসালা অবশ্যই অধ্যয়ন করুন। এই রিসালা মাকতাবাতুল মদীনার পাশাপাশি **দা'ওয়াতে ইসলামীর** ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও পাঠ করতে পারবেন।

এই রিসালা অধ্যয়ন করার বরকতে আপনারা জানতে পারবেন: ✯ ইলম না শিখার ক্ষতি ✯ **মাদানী মুযাকারায়** প্রশ্ন করার গুরুত্ব ✯ সম্মিলিত **মাদানী মুযাকারায়** অংশগ্রহনের পদ্ধতি ✯ **মাদানী মুযাকারার** বিস্তারিত ✯ **মাদানী মুযাকারা**

সম্পর্কে মারকাযী মজলিশে শুরার মাদানী ফুল ✯ **মাদানী মুযাকারা** সম্পর্কে সতর্কতা এবং উপকারী জ্ঞান সম্বলিত প্রশ্নোত্তর ✯ **মাদানী মুযাকারা**র ও সাংগঠনিক সতর্কতা ইত্যাদি।

আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে **"সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা"** শুনার বরকতের **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হওয়া ব্যক্তির মাদানী বাহার শ্রবণ করি।

ফ্যাশনের আগ্রহী সুধরে গেলো

লাইয়্যা শহরের (পাঞ্জাব) এক ইসলামী ভাই সুন্নাত থেকে দূরে ফ্যাশনের নেশায় মগ্ন ছিলো, নিত্য নতুন ফ্যাশনের পোষাক পরিধান করা, অহেতুক নিজের মূল্যবান মুহুর্ত নষ্ট করা তার স্বভাব ছিলো। **আল্লাহ তায়ালা**র স্মরণ থেকে উদাসিন ছিলো, নেকীতে ভরা জীবন অতিবাহিত করার মানসিকতা কিছুটা এভাবে হলো যে, একবার তার **"মাদানী মুযাকারা"** শুনার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, এর বরকতে তার জীবনের পটই পরিবর্তন হয়ে গেলো। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সাধারণ ভঙ্গিতে বর্ণনা করা অসংখ্য জ্ঞানের সমাহার "অমূল্য ভান্ডার" কুঁড়ানোর সুবর্ণ সুযোগ অর্জিত হলো, খোদাভীতি এবং ইশকে রাসূলের কিরণে তার অন্ধকার অন্তর আলোকিত হয়ে গেলো, পূর্ববর্তি জীবনের প্রতি লজ্জিত হতে লাগলো, সুতরাং সে অবশিষ্ট জীবনকে মূল্যমান মনে করে ফ্যাশনের (Fashion) ভয়াবহতা থেকে পিছু ছাড়িয়ে নিলো, সুন্নাতের প্রতি আমল করা এবং নিয়মিত নামাযের অনুসারী হওয়ার দৃঢ় অঙ্গিকার করে নিলো, মাথা সবুজ পাগড়ী শরীফ সাজিয়ে নিলো, দাড়ি শরীফ দ্বারা চেহারা আলোকিত করে নিলো এবং নেকীর উপর স্থায়ীত্ব পেতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাশিত মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো। আর নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোর জন্য প্রতি মাসে তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করাকে নিজের অভ্যাসে পরিনত করে নিলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মাদানী মুযাকারা মজলিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! মাদানী মুযাকারা শুনার কারণে কিরূপ বরকত অর্জিত হয়, সুতরাং অলসতা দূর করুন এবং নিজের ব্যস্ততা থেকে সময় বের করে নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা শুনার অভ্যাস গড়ুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** দুনিয়া জুড়ে দ্বীনের খেদমতে প্রায় ১০৭টিরও বেশী বিভাগে সুন্নাতের সাড়া জাগিয়ে যাচ্ছে, যার মধ্যে একটি বিভাগ হচ্ছে **"মাদানী মুযাকারা মজলিশ"**। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **"জ্ঞান হচ্ছে অসংখ্য গুপ্তধনের সমষ্টি, যা অর্জনের মাধ্যম হচ্ছে প্রশ্ন"** এই উক্তিকে বাস্তবে রুপান্তরিত করতে প্রশ্নোত্তরের একটি ধারাবাহিকতা শুরু করেন, যাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে **"মাদানী মুযাকারা"** বলা হয়। আশিকানে রাসূলরা মাদানী মুযাকারার মাধ্যমে আক্বীদা ও আমল, ফযিলত, শরীয়ত ও তরীকত, ইতিহাস ও চরিত্র, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা, নৈতিকতা ও ইসলামী জ্ঞান, আর্থসামাজিক ও সাংগঠনিক বিষয়াদি এবং অন্যান্য আরো অনেক বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নাবলী করে থাকে এবং শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময় ইশকে **রাসূলে** ভরপুর উত্তর প্রদান করে ধন্য করেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ "মাদানী মুযাকারা মজলিশ" এর অধীনে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রদত্ত এরূপ চিত্তাকর্ষক এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময় মাদানী ফুলের সুগন্ধি দ্বারা দুনিয়া জুড়ে মুসলমানদের সুবাশিত করতে এই মাদানী মুযাকারাকে লিখিত রিসালা এবং মেমোরী কার্ড (Memory Cards) আকারে উপস্থাপন করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। **আল্লাহ তায়ালা** মাদানী মুযাকারা মজলিশকে আরো বরকত দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইসালে সাওয়াব সম্পর্কে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **"কবর ওয়ালোঁ কি ২৫ হিকায়াত"** রিসালার ১১ পৃষ্ঠা থেকে একটি সুন্দর ঘটনা শ্রবণ করুন।

হযরত আল্লামা আলী কারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: হযরত শায়খ আকবর মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এক জায়গায় দাওয়াতে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, তিনি দেখলেন যে, এক যুবক খাবার খাচ্ছে, যার বিষয়ে প্রসিদ্ধি রয়েছে যে, সে কাশফের অধিকারী, বেহেশত ও দোযখ সম্পর্কেও তার কাশফ হয়ে থাকে, খাবার খেতে খেতে হঠাৎ কাঁদতে লাগলো। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বললো যে, আমার মা জাহান্নামে জলছে। হযরত শায়খ আকবর মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নিকট কলেমা তায়্যিবা সত্তর হাজারবার পড়া ছিলো, তিনি তার মাকে মনে মনে ইসালে সাওয়াব করে দিলেন। সাথে সাথেই সেই যুবক হাসতে লাগলো এবং বললো আমার মাকে জান্নাতে দেখতে পাচ্ছি।

(মিরকাতুল মাফাতিহ, ৩/২২২, ১১৪২ নং হাদীসের পাদটিকা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! আপনারা প্রত্যক্ষ করলেন যে, এক যুবক কাশফের মাধ্যমে নিজে মাকে দোযখে দেখলে হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আরাবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কলেমা তায়্যিবা ইসালে সাওয়াব করার বরকতে তার মাকে আযাব থেকে মুক্তি দেয়া হলো। যে হাদীসে পাকে সত্তর হাজারবার কলেমা তায়্যিবা পাঠ করার ফযিলত রয়েছে তা হলো: নিশ্চয় যে ব্যক্তি সত্তর হাজারবার বললো: لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং যার জন্য এটা বলা হবে, তাকেও ক্ষমা করে দেয়া হবে। **(মিরকাতুল মাফাতিহ, ৩/২২২, ১১৪২ নং হাদীসের পাদটিকা)**

সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে, জীবনে কমপক্ষে একবার সত্তর হাজারবার কলেমা তায়্যিবা পাঠ করে নেয়া এবং যে সকল আত্মিয় স্বজন মৃত্যুবরণ করেছে তাদের ইসালে সাওয়াব করে দেয়া। এই সংখ্যা একদিনে বা একই বৈঠকে পাঠ করা আবশ্যক নয় বরং অল্প অল্প করেও পাঠ করা যাবে, প্রতিদিন কমপক্ষে ১০০বার তো সহজেই পাঠ করা যেতে পারে।

সফর করার সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"আবু জাহলের মৃত্যু"** এর ২১ নং পৃষ্ঠা থেকে সফর করার সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। ✯ সফরে বের হওয়ার উত্তম দিন হলো সোমবার, বৃহস্পতিবার এবং শনিবার। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/৪০০) ✯ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত জুবাইর বিন মুতইম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কে সফরে নিজের সকল সাথীদের সাথে সতঃস্ফূর্ত থাকার জন্য যাত্রার পূর্বে এই অযিফা পাঠ করার জন্য বললেন: (১) সূরা কাফিরুন (২) সূরা নসর (৩) সূরা ইখলাস (৪) সূরা ফলক (৫) সূরা নাস। প্রত্যেক সূরা একবার করে এবং প্রত্যেকের পূর্বে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এবং সবার শেষে একবার بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করে নিন (এমনভাবে সূরা হবে পাঁচটি এবং بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ছয়বার হবে) সয়্যিদুনা জুবাইর বিন মুতইম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: আমি এমনিতে তো সম্পদশালী ছিলাম, কিন্তু যখন সফর করতাম তখন (সব সাথী থেকে) অবস্থা খারাপ হয়ে যেতো, যখন এই সূরাগুলো সফরের পূর্বে সর্বদা পাঠ করা শুরু করলাম, এর বরকতে ফিরে আসা পর্যন্ত ভাল অবস্থায় এবং সম্পদশালীই থাকতাম। (আবু ইয়ালা, ৬/২৬৫, হাদীস নং-৭৩৮২)

ঘোষণা

সফর করার অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং সেই মাদানী ফুল সমূহ জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমাঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজাঃ

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াবঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াতঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীসঃ ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলোঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ তায়ালা** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)